সংবাদ

8 FEB 2017

বেরোবিতে ছাত্রলীগ নেতাকে ফাও খেতে না দেয়ায় বাবুর্চিকে মারধর

ক্যান্টিন কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, বিপাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

ছাত্রলীগের নেতাকে ফাও খাবার দিতে অস্বীকার করায় মারধর করেছে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের প্রধান বাবুর্চি শফিকুল ইসলাম ওরফে কবিরাজকে। এ ঘটনার বিচারের দাবিতে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছে কর্মচারীরা। এতে করে হলের আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী খাবার না পেয়ে বিপাকে পড়েছে। এ ঘটনায় ওই বাবুর্চি হলের প্রভোস্টের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও কোন বিচার পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

কর্মচারীরা জানায়, গত রোববার সকালে বঙ্গবন্ধু হলের ক্যান্টিনে ফাও খাবার খেতে আসে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা মো. রুবেল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। ক্যান্টিনের প্রধান বাবুর্চি টাকা ছাড়া ফাও খাবার দিতে অস্বীকার করায় ওই ছাত্রলীগ নেতা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এক পর্যায়ে তাকে মারধর করে। এ ঘটনায় ওই বাবুর্চি পুরো ঘটনার বর্ননা করে হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্রের কাছে বিচার ও নিরাপত্তা দাবি করে লিখিত অভিযোগ করে। কিন্তু প্রভোস্ট কোন বিচার না করায় গত সোমবার সকাল থেকে ক্যান্টিনের সব কর্মচারীরা খাবার রান্না করা বন্ধ করে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করে। এতে করে হলের আবাসিক ছাত্ররা চরম বিড়ম্বনার শিকার হয়। অনেককে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তারা।

এ ব্যাপারে কয়েকজন কর্মচারী নাম প্রকাশ না করে বলেন বঙ্গবন্ধু হলে প্রায় সাড়ে ৩শ' আবাসিক ছাত্র থাকে। এদের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতা পাতি নেতাসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র প্রায়শ'ই ফাও খাবার খায় বারবার বললেও টাকা দেয় না। টাকা চাইলেই গালাগাল আর মারধর খেতে হয়। এসব ব্যাপারে হলের প্রভোস্টকে বেশ কয়েকবার অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার মেলেনি। বিশেষ করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের কাছে প্রায় প্রতিবেলায় খাবার খেয়ে টাকা দেয় না। তাদের একটাই কথা তারা সরকারি দল করে তাদের ফাও খাবার দিতেই হবে।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, হলের ক্যান্টিনের প্রধান বাবুর্চিকে মারধর করার কথা তিনি অবগত হয়েছেন। এ বিষয়ে তদন্ত করতে সহকারী প্রভোষ্ট বকুল কুমার চক্রবর্তীসহ আরও একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত আসলে কি ঘটনা ঘটনা ঘটেছে তা জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন আবাসিক ছাত্র জানান বঙ্গবন্ধু হলে কোন চেইন অফ কমান্ড নেই এখানে সাড়ে ৩শ' ছাত্র বাস করলেও অর্ধেথ ছাত্রের কোন বৈধ অনুমতি নেই। এখানে সরকারি দল ছাত্রলীগের প্রভাব খাটিয়ে নেতারা তাদের অনুসারীদের এখানে থাকতে দেন। এসব যেন দেখার কেউ নেই। এভাবেই চলছে বঙ্গবন্ধু হলের কর্মকাণ্ড।